ICT বদলে দিয়েছে দিন

নামঃ দুলাল কুমার মন্ডল।

পিতাঃ প্রফুল্ল কুমার মন্ডল।

গ্রামঃ কলকলিয়া।

ডাকঘরঃ কলকলিয়া।

উপজেলাঃ ফকিরহাট ।

জেলাঃ বাগেরহাট।

দুলাল কুমার মণ্ডল

(সহকারী শিক্ষক – ICT)

নীলরতন ঘরামী আণ্ডার ম্যাট্টিক গ্রামের একজন হত দরিদ্র কৃষক। তাঁর স্ত্রীও স্বল্প শিক্ষিতা একজন সুগৃহীনি। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় ফুট–ফুটে এক কন্যা সন্তান। তারা আদর করে তাঁর নাম রাখে পূর্নিমা ঘরামী। ছোটো থেকেই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভা দেখা যায়। PSC পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। এখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সহপাঠী, শিক্ষক মন্ডলী ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ICT যন্ত্র ব্যবহারে রয়েছে তাঁর প্রবল আগ্রহ । সে শ্রেণি কক্ষের ডিজিটাল যন্ত্রগুলি পরিচালনা করতে পারে । একদিন শ্রেনিকক্ষে পাঠচলাকালীন সময় শিক্ষক বললেন, “ তোমরা কী জান ICT জ্ঞান ছাড়া বর্তমান যুগে সবাই নিরক্ষর?”। শিক্ষকের কথা শুনে মেয়েটির মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সে তখন বাড়ী গিয়ে তাঁর বাবাকে বলল, “ বাবা আমার ICT যন্ত্র লাগবে।” “ICT যন্ত্র আবার কী?” পিতা বলল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, “ বাবা তুমি কী পাস?”। পিতা বলল, “ কেন, তুমি জাননা আমি আণ্ডার ম্যাট্টিক পাস”। তাহলে ICT যন্ত্র বুঝছ না কেন? মা, তুমিতো জানো এখন যুগ বদলের পালা। বদলে গেছে দিন। এসব যন্ত্রের সাথে আমাদের পরিচয় থাকবে কি করে? হ্যাঁ বাবা, এবার ঠিক বলেছ। এজন্যই বলছি আমার ICT যন্ত্র চাই। তার মধ্যে অন্যতম একটি ল্যাপটপ। মা, আমরাতো নিতান্তই গরীব। ল্যাপটপ কিনতে অতো টাকা কোথায় পাব? তাছাড়া আমিতো শুনেছি অল্প বয়সে মোবাইল ও কম্পিউটার এসব যন্ত্র ব্যবহার করা নাকি খারাপ ও বিপজ্জনক। বাবা তুমি যা শুনেছ তা অনেকটাই ঠিক। কিন্তু বাবা, আমাদের শিক্ষক বলেছেন পরিবারের সদস্যদের সামনে ব্যবহার করা, পরিমিত ও ন্যায় সঙ্গত পথে ব্যবহার করা ক্ষতির কিছু নয়। মা তোমার ভালোর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। তবে আমিও শিক্ষক মহোদয়ের সাথে একটু কথা বলে নি। কিন্তু বাবা আমার যন্ত্রটি চাই। কারণ আমি আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারন করেছি, আর সেটি হলো , বড় হয়ে আমি উচ্চমানের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব। হাসতে হাসতে বাবা বললেন ……ঠিক আছে। নীলরতন পরেরদিন স্কুলের শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন হ্যাঁ ভাই এখন যুগ বদলে গেছে। শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষকমন্ডলীকে বাধ্যতামূলকভাবে ICT এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদেরও ICT যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তীতে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে আসছে ডিজিটাল শিক্ষা। অর্থাৎ, বিদেশের মত শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করবে এবং এর মাধ্যমে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যেহেতু এ পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন আসছে, তাই তাদের সীমার মধ্যে রেখে ব্যবহার করতে হবে। নীলরতন তখন শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, “ বাবা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?” বাবা বললেন, “ দেখছি”। পূর্ণিমা বলল, “ বাবা দেখ, এখনকার যুগে ICT এর পূর্ন ব্যবহার না জানলে সরকার তাকে কোনো চাকরি দেবে না। তাছাড়া, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তৈরি ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য প্রকাশে সর্ব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে। আমি পত্রিকায় পড়েছি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলে ‘লি’ নামের একটি রোবট তৈরি করেছে। এটি মানুষের মত হাটতে, বাংলায় কথা বলতে ও বিভিন্ন কাজ করতে পারে। আর এটি করা সম্ভব হয়েছে ICT যন্ত্রের কারণে। আর ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিশোর বাতায়ন থেকে শিক্ষা লাভ ICT যন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। বাবা এখন বল, তুমি কি করবে?” হ্যাঁ আমি এখন সবকিছু বুঝলাম। আমি যদি তোমাকে ল্যাপটপ কিনে না দেই, তাহলে তুমি অনেক পিছিয়ে পড়বে। তাই আমি তোমাকে অবশ্যই একটা ল্যাপটপ কিনে দিব। কারণ ICT ছড়া এখন পূর্নাঙ্গ শিক্ষা সম্ভব নয়।

বাবা এখন আমি তোমাকে আমার লেখা ছোট্ট একটি কবিতা শুনাই ………

এসেছে দিন বদলের পালা,

নিজেকে নিয়ে নাহি কর হেলা।

জীবনে যদি কিছু পেতে চাও,

নিজেকে up-to-date করে নাও।

নিজেকে দিয়ে শুরু করি,

ICT যন্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করে, সুন্দর জীবন গড়ি।

সুন্দর হয়েছে মা মনি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। মেয়েটি তখন তাঁর বাবকে “ধন্যবাদ” জানালো।